

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে
কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্য
তাফসীর ৩য় পত্র: আত তাফসীরুল ফিকহী-২

مجموعة (أ) : ترجمة الآيات مع التفسير

ক অংশ: তাফসীরসহ আয়াতসমূহের অনুবাদ

(সূরা আল কাসাস)

প্রশ্ন: ১ | আয়াত নং ১ - ৬:

طسم - تلك آيت الكتب المبين - نتلوا عليك من نبا موسى وفرعون بالحق
لقوم يؤمنون - ان فرعون علا في الأرض وجعل اهلها شيئاً يستضعف
طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحى نساءهم - انه كان من المفسدين - ونريد
ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض وجعلهم ائمة و يجعلهم الورثين
- ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامن وجندهما منهم ما كانوا
يحدرون -

প্রশ্ন: ২ | আয়াত নং ২৩ - ২৫:

ولما ورد ماء مدین وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم
امرأتين تذودن - قال ماختبكمما - قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء -
وابونا شيخ كبير - فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب انى لاما انزلت
الى من خير فقير - فجاءته احدهما تمشي على استحياء - قالت ان ابى
يدعوك ليجزيك اجر ماسقيت لنا - فلما جاءه وقص عليه القصص - قال
لا تخف نجوت من القوم الظالمين - قالت احدهما يابت استأجره - ان خير
من استأجرت القوى الامين -

প্রশ্ন: ৩ | আয়াত নং ২৯ - ৩১:

فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا - قال
لا هله امكثوا انى انس نارا لعلى اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم
تصطلون - فلما اتها نودى من شاطئ الواد الایمن في البقعة المبركة من
الشجرة ان يموسى انى انا الله رب العلمين - وان الق عصاك - فلما راهما
تهتز كأنها جان ولی مدبرا ولم يعقب - يموسى اقبل ولا تخف - انك من
الامنين -

প্রশ্ন: ৪ | আয়াত নং ৬৭ - ৭২:

فاما من تاب وامن وعمل صالحًا فعسى ان يكون من المفلحين - وربك يخلق ما يشاء ويختار - ما كان لهم الخيرة - سبحان الله وتعلى عما يشركون - وربك يعلم ماتكن صدورهم وما يعلون - وهو الله لا اله الا هو - له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون - قل ارعите ان جعل الله عليكم الليل سرما الى يوم القيمة من الله غير الله يأتيكم بضياء - افلا تسمعون - قل ارعите ان جعل الله عليكم النهار سرما الى يوم القيمة من الله غير الله يأتيكم بليل تسکنون فيه - افلا تبصرون -

প্রশ্ন: ৫ | আয়াত নং ৯৭ - ৯৮:

وابتغ فيما اتك الله الدار الاخرة ولا تنسل نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض - ان الله لا يحب المفسدين - قال انما اوتته على علم عندي - اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا - ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون - فخرج على قومه في زينته - قال الذين يريدون الحياة الدنيا يليت لنا مثل ما اوتى قارون - انه لذو حظ عظيم -

প্রশ্ন: ৬ | আয়াত নং ৮৫ - ৮৬:

ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد - قل ربى اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين - وما كنت ترجوا ان يلقى اليك الكتب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين -

সূরা আল আনকাবুত (surah Al-Ankabut)

প্রশ্ন: ৭ | আয়াত নং ১ - ৫:

الم - احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون - ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين - ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا - ساء ما يحكمون - من كان يرجوا لقاء الله فان اجل الله لات - وهو السميع العليم -

প্রশ্ন: ৮ | আয়াত নং ৬ - ৯:

ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه - ان الله لغى عن العلمين - والذين امنوا وعملوا الصلحت لنكفرن عنهم سياتهم ولنجزينهم احسن الذى كانوا يعملون - ووصينا الانسان بوالديه حسنا - وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما - الى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون - والذين امنوا وعملوا الصلحت لندخلنهم في الصلحين -

প্রশ্ন: ৯ | আয়াত নং ৮৫ - ৮৭:

اتل ما اوحى اليك من الكتب واقم الصلة - ان الصلة تنهى عن الفحشاء والمنكر - ولذكر الله اكبر - والله يعلم ما تصنعون - ولا تجادلوا اهل الكتب الا بالتي هي احسن - الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذى انزل علينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون - وكذلك انزلنا اليك الكتب - فالذين اتینهم الكتب يؤمنون به - ومن هؤلاء من يؤمن به - وما يجحد بآياتنا الا الكفرون -

سورة الروم (সূরা আর রাম)

প্রশ্ন: ১০ | আয়াত নং ১ - ৬:

الم - غلبت الروم - في ادنى الارض وهم من بعد غلبيهم سيعذبون - في بضع سنين - الله الامر من قبل ومن بعد - ويومئذ يفرح المؤمنون - بنصر الله - ينصر من يشاء - وهو العزيز الرحيم - وعد الله - لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون -

প্রশ্ন: ১১ | আয়াত নং ১৭ - ২১:

فسبح الله حين تمسون وحين تصبحون - وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون - يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها - وكذلك تخرجون - ومن ايته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون - ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة - ان في ذلك لا يت لقوم يتفكرون -

পৃষ্ঠা: ১২ | আয়াত নং ৫৪ - ৬০:

و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون - ما لبثوا غير ساعة - كذلك كانوا يؤفكون - وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتب الله الى يوم البعث - فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون - فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعثرون - ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل - ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون - كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون - فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون -

القصص (سورة آل کاسہ) سورہ القصص

প্রশ্ন-১: আয়াত নং: ১-৬

طسم ﴿ تُلَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ نَتْوَ عَلَيْكَ مِنْ نَبِيٍّ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ
بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ... ﴾

১. (ভূমিকা)

সূরা আল কাসাসের সূচনালগ্নের এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা হ্যরত মুসা (আ) ও ফেরাউনের সংঘাতপূর্ণ ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন। এতে জালিম শাসকের অহংকার, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং অপরদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মজলুমদের প্রতি অনুগ্রহ ও ক্ষমতায়নের ঘোষণা ফুটে উঠেছে। আয়াতগুলো ঈমানদারদের জন্য শিক্ষা ও সান্ত্বনার উৎস।

২. ترجمة (অনুবাদ)

আয়াত নং ১: ত্ব-সিন-মিম।

আয়াত নং ২: এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

আয়াত নং ৩: আমি তোমার নিকট মুসা ও ফেরাউনের সত্য ঘটনা পাঠ করছি—সেসব লোকের জন্য যারা ঈমান আনে।

আয়াত নং ৪: নিশ্চয়ই ফেরাউন পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একদলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল; তাদের পুত্রদের হত্যা করত এবং কন্যাদের জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াত নং ৫: আর আমি ইচ্ছা করেছিলাম—যাদের পৃথিবীতে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা বানাতে এবং তাদেরকেই উত্তরাধিকারী করতে।

আয়াত নং ৬: এবং তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তাদেরই মাধ্যমে সেই পরিণতি দেখাতে—যার আশঙ্কা তারা করত।

৩. تفسیر (তাফসীর)

- طسم হুরফে মুকাভাআত—কুরআনের অলৌকিকতার প্রতি ইঙ্গিত।

- ফেরাউনের জুলুম ছিল পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস; সে সমাজকে শ্রেণিবিভক্ত করে ক্ষমতা চিকিয়ে রাখে ।
- পুত্র হত্যা ও কন্যা জীবিত রাখা মানবতা-বিরোধী অপরাধ—আল্লাহ একে ফساد বলেছেন ।
- পুত্র হত্যা ও কন্যা জীবিত রাখা মানবতা-বিরোধী অপরাধ—আল্লাহ একে বিজয় ও ক্ষমতায়ন ।

৪. خاتمة . (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো শিক্ষা দেয়—জুলুম কখনো স্থায়ী হয় না । আল্লাহ তায়ালা মজলুমদেরকে একসময় নেতৃত্ব ও বিজয়ের আসনে অধিষ্ঠিত করেন ।

প্রশ্ন-২: আয়াত নং: ২৩-২৬

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ... إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقُوَيْ الْأَمِينَ

১. مقدمة . (ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে মাদইয়ানে হ্যরত মুসা (আ)-এর মানবিকতা, কর্মনিষ্ঠা ও শালীন চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে । এতে শ্রমের মর্যাদা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের ইসলামী নীতি স্পষ্ট হয়েছে ।

২. ترجمة . (অনুবাদ)

আয়াত নং ২৩: তিনি যখন মাদইয়ানের পানিস্থলে পৌঁছলেন, তখন সেখানে একদল লোককে পশুদের পানি পান করাতে দেখলেন এবং তাদের পেছনে দু'জন নারীকে তাদের পশুগুলো আটকে রাখতে দেখলেন...

আয়াত নং ২৪: অতঃপর তিনি তাদের জন্য পানি পান করালেন । এরপর ছায়ায় গিয়ে বললেন—হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ অবতীর্ণ করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী ।

আয়াত নং ২৫: অতঃপর তাদের একজন লজ্জাশীলভাবে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর কাছে এলো এবং বলল—আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যেন আপনি আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর প্রতিদান দেন ।

আয়াত নং ২৬: তাদের একজন বলল—হে আমার পিতা! তাকে কর্মে নিযুক্ত করুন। নিশ্চয়ই আপনি যাকে কর্মে নিযুক্ত করবেন, সে হবে শক্তিশালী ও আমানতদার।

৩. تفسیر . (تافسیل)

- تتمشی علی استحیاء
- نبی هررو و موسا (آ) اشرمےर بینیمے پاریشمیک گرہن کر رہے—ہالال عپارجئنےر دلیل ।
- القوی الامین—اسلامے داییتھیل پادئر جنے مولیک دھی گن ।

٤. خاتمة . (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো থেকে মানবিকতা, পরিশ্রম, শালীনতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

پ্রশ্ন-৩: آয়াত নং: ২৯-৩১

فَمَا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ... إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ

১. مقدمة . (ভূমিকা)

এই আয়াতগুলো হয়রত মূসা (আ)-এর নবুওয়াত লাভের সূচনালগ্ন বর্ণনা করে, যেখানে তাওহীদ ও মু'জিয়ার মহান নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে।

২. ترجمة . (অনুবাদ)

আয়াত নং ২৯: যখন মূসা নির্ধারিত সময় পূর্ণ করল এবং পরিবারসহ যাত্রা করল, তখন সে তূর পাহাড়ের দিকে আগুন দেখতে পেল...

আয়াত নং ৩০: অতঃপর যখন সে সেখানে পৌঁছল, তখন বরকতময় স্থানে গাছের দিক থেকে তাকে আহ্বান করা হলো—হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক।

আয়াত নং ৩১: আর বলা হলো—তোমার লাঠি নিষ্কেপ করো। অতঃপর সে যখন দেখল তা সাপের ন্যায় নড়াচড়া করছে, তখন সে পেছনে ফিরে পালাল... বলা হলো—হে মূসা! ভয় করো না; নিশ্চয়ই তুমি নিরাপদদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. تفسیر . (تافسیل)

- আল্লাহ গাছের মধ্যে অবতরণ করেননি; বরং গাছ ছিল ওহীর স্থান।
- إِنِّي أَنَا—তাওহীদের সুস্পষ্ট ঘোষণা।
- লাঠির সাপে রূপান্তর নবুওয়াতের মু'জিয়া।
- আল্লাহ নবীকে ভয়মুক্ত করেন—এটি বিশেষ রহমত।

৪. خاتمة . (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে—নবুওয়াত আল্লাহর একান্ত দান এবং তাওহীদই সব আহ্বানের মূল ভিত্তি।

প্রশ্ন-৪: আয়াত নং: ৬৭-৭২

فَلَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا... أَفَلَا تَبْصِرُونَ

১. مقدمة . (ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা তাওবা, ঈমান ও নেক আমলের গুরুত্ব বর্ণনা করার পাশাপাশি তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা, জ্ঞান ও কুদরতের নির্দর্শনসমূহ তুলে ধরেছেন। রাত ও দিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়াকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

২. ترجمة . (অনুবাদ)

আয়াত নং ৬৭: অতঃপর যে ব্যক্তি তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে—আশা করা যায় সে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আয়াত নং ৬৮: আর তোমার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করেন। তাদের কোনো এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র ও মহান—তারা যা শরিক করে তা থেকে।

আয়াত নং ৬৯: আর তোমার রব জানেন তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে।

আয়াত নং ৭০: আর তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আধিরাতে সব প্রশংসা তাঁরই। সব কর্তৃত তাঁর এবং তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

আয়াত নং ৭১: বলুন—তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ তোমাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাত করে দেন—আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ তোমাদের জন্য আলো নিয়ে আসবে? তবুও কি তোমরা শোন না?

আয়াত নং ৭২: বলুন—তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহ তোমাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী দিন করে দেন—আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ তোমাদের জন্য রাত এনে দেবে যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো? তবুও কি তোমরা দেখ না?

৩. تفسیر (তাফসীর)

- সফলতার মূল শর্ত তিনটি: তাওবা, ঈমান ও নেক আমল।
- সৃষ্টি ও নির্বাচন একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ার—মানুষের কোনো স্বাধীন ক্ষমতা নেই।
- রাত ও দিন আল্লাহর বড় নির্দর্শন; একটানা রাত বা দিন মানবজীবন অচল করে দিত।
- এসব নির্দর্শনের মাধ্যমে তাওহীদ ও কুদরতের দলিল পেশ করা হয়েছে।

৪. خاتمة . (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো শিক্ষা দেয়—আল্লাহর ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা ছাড়া মুক্তির কোনো পথ নেই। রাত-দিনের পরিবর্তন মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানায়।

প্রশ্ন-৫: আয়াত নং: ৭৭-৭৮

وَابْتَغِ فِيمَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ... وَلَا يُسَالُ عَنْ دُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

১. مقدمة . (ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে কারনের অহংকার, ধনসম্পদের প্রতি গর্ব এবং তার পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি দুনিয়া ও আখিরার ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের ইসলামী নীতিও বর্ণিত হয়েছে।

২. ترجمة (অনুবাদ)

আয়াত নং ৭৭: আর আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অন্বেষণ করো; তবে দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। আল্লাহ তোমার

প্রতি যেমন সদাচরণ করেছেন, তুমিও সদাচরণ করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। নিচয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

আয়াত নং ৭৮: সে বলল—আমাকে এ সম্পদ দেওয়া হয়েছে কেবল আমার জ্ঞানের কারণে। সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চেয়ে শক্তিশালী ও অধিক সম্পদশালী ছিল? আর অপরাধীদের পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না।

৩. تفسير . (তাফসীর)

- ইসলাম দুনিয়া ত্যাগ নয়; বরং আখিরাতকে লক্ষ্য রেখে দুনিয়া ব্যবহার করতে বলে।
- কারুন সম্পদকে নিজের যোগ্যতার ফল মনে করেছিল—এটাই ছিল তার ধ্বংসের কারণ।
- সম্পদের অহংকার ও ফাসাদ আল্লাহর নিকট ঘৃণিত।
- অতীত জাতিসমূহের ধ্বংস কারনের জন্য শিক্ষা ছিল।

৪. خاتمة . (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো শিক্ষা দেয়—সম্পদ আল্লাহর আমানত। কৃতজ্ঞতা ও সম্মতিসংহারই সফলতার পথ, অহংকার ধ্বংস ডেকে আনে।

প্রশ্ন-৬: আয়াত নং: ৮৫-৮৬

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ... فَلَا تَكُونُنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ

১. مقدمة . (ভাষ্মিকা)

এই আয়াতগুলো নবী করীম ﷺ-কে সাঙ্গনা ও আশ্বাস প্রদানকারী আয়াত। এতে কুরআনের দায়িত্ব, হিদায়াত ও নবুওয়াতের মহান রহমতের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

২. ترجمة . (অনুবাদ)

আয়াত নং ৮৫: নিচয়ই যিনি তোমার ওপর কুরআন ফরজ করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে প্রত্যাবর্তনের স্থানে ফিরিয়ে দেবেন। বলুন—আমার রবই তালো জানেন কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

আয়াত নং ৮৬: আর তুমি আশা করোনি যে তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে—
এটি তোমার রবের রহমত মাত্র। অতএব তুমি কখনো কাফিরদের সহায়তাকারী
হয়ো না।

৩. تفسير . (تافسیر)

- কুরআন অবতীর্ণ হওয়া নবী ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত।
- مَنْ لَدُنْهُ مَعَادٌ إِلَيْهِ مَعَادٌ— এবং তারার মকায় প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।
- হিদায়াত ও গোমরাহির প্রকৃত মানদণ্ড আল্লাহই নির্ধারণ করেন।
- কাফিরদের সহযোগিতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. خاتمة . (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো নবী ﷺ ও উম্মতের জন্য সান্ত্বনা ও দিকনির্দেশনা—হিদায়াত
আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং কুরআনই সফলতার একমাত্র পথ।

سورة العنكبوت (সূরা আল আনকাবুত)

প্রশ্ন—৭: আয়াত নং ১-৫

الْمَنْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ○
وَهُوَ السَّمِيعُ الْغَلِيمُ ○

১. مقدمة . (ভূমিকা)

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা ঈমানের বাস্তবতা ও পরীক্ষার অনিবার্যতা
সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ইসলাম কেবল মৌখিক দাবি নয়; বরং ঈমানের
সত্যতা প্রমাণের জন্য দুনিয়াতে পরীক্ষা, কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হওয়াই
আল্লাহর চিরস্তন নীতি। এ আয়াতগুলো মুমিনদেরকে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও আধিকারাতমুখী
দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের শিক্ষা দেয়।

২. ترجمة . (অনুবাদ)

আয়াত নং ১: আলিফ-লাম-মীম।

আয়াত নং ২: মানুষ কি ধারণা করে যে, তারা শুধু এ কথা বললেই—“আমরা
ঈমান এনেছি”—তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে
না?

আয়াত নং ৩: অবশ্যই আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যবাদী।

আয়াত নং ৪: যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমাকে পরাজিত করে যাবে? তারা কতই না নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত করে!

আয়াত নং ৫: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন জেনে রাখে—নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। আর তিনি সর্বশ্রেতা, সর্বজ্ঞ।

৩. تفسیر (তাফসীর)

- **الْم (হুরাফে মুকাব্বাআত):**

কুরআনের অলৌকিকভৱের প্রতি ইঙ্গিত; একই অক্ষর দিয়েই কুরআনের মতো মহাগ্রন্থ নাযিল হয়েছে।

- **ঈমান ও পরীক্ষা:**

“اَنْ يُرْكُوا” দ্বারা বোঝানো হয়েছে—পরীক্ষা ছাড়া ঈমান পূর্ণতা পায় না। পরীক্ষা হতে পারে:

- নির্যাতন ও নিপীড়ন
- দারিদ্র্য ও অভাব
- ভয় ও সামাজিক চাপ

- **পূর্ববর্তী উম্মতের দৃষ্টান্ত:**

নবী ও মুমিনগণ সর্বদা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন—এটাই আল্লাহর সুয়াত।

- **মন্দকর্মীদের ভ্রান্ত ধারণা:**

তারা মনে করে পাপ করে আল্লাহকে অক্ষম করে ফেলবে—এ ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল।

- **আখিরাত বিশ্বাস:**

আল্লাহর সাক্ষাতের বিশ্বাস মানুষকে ধৈর্যশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলে।

৪. خاتمة (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো শিক্ষা দেয়—পরীক্ষা ছাড়া ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে দুনিয়ার কষ্টকে আল্লাহর পরীক্ষার অংশ হিসেবে গ্রহণ করে।

প্রশ্ন-৮: আয়াত নং ৬-৯

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ○ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... ○ لَنُذْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ○

১. **মقدمة . (ভূমিকা)**

এই আয়াতগুলোতে জিহাদের প্রকৃত অর্থ, ঈমান ও নেক আমলের ফলাফল এবং পিতামাতার অধিকার ও তাওহীদের সীমারেখে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের মৌলিক ইসলামী নীতিমালা একত্রে উপস্থাপিত হয়েছে।

২. **ترجمة . (অনুবাদ)**

আয়াত নং ৬: আর যে ব্যক্তি সৎগ্রাম করে, সে তো নিজেরই কল্যাণের জন্য সৎগ্রাম করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টিজগত থেকে অমুখাপেক্ষী।

আয়াত নং ৭: আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে—আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মোচন করে দেব এবং তাদের উত্তম প্রতিদান দেব।

আয়াত নং ৮: আমি মানুষকে তার পিতামাতার সঙ্গে সদ্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমাকে আমার সঙ্গে এমন কিছুকে শরিক করতে বাধ্য করে, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই—তবে তাদের কথা মানবে না। তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমার দিকেই।

আয়াত নং ৯: আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে—আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব।

৩. **تفسير . (তাফসীর)**

- **জিহাদের প্রকৃত ফল:** জিহাদ আল্লাহর কোনো উপকার করে না; বরং এর সুফল ভোগ করে বান্দা নিজেই।
- **আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতা:** আল্লাহ বান্দার ইবাদত বা জিহাদের মুখাপেক্ষী নন—এটি তাঁর পরিপূর্ণ গুণের প্রমাণ।
- **পিতামাতার অধিকার:** সদাচরণ ফরজ; তবে শিকে তাদের আনুগত্য হারাম।
- **তাওহীদের অগ্রাধিকার:** সৃষ্টির আনুগত্য তখনই বৈধ, যখন তা স্বষ্টার আনুগত্যের বিরোধী না হয়।

৪. خاتمة . (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো শিক্ষা দেয়—তাওহীদ সর্বোচ্চ নীতি। পিতামাতার অধিকার রক্ষা ও আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই মুমিনের প্রকৃত পরিচয়।

প্রশ্ন-৯: আয়াত নং ৪৫-৪৭

اَئُلُّ مَا اُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ... وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّاَ الكَافِرُونَ

১. مقدمة . (ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে কুরআনের তিলাওয়াত, সালাতের প্রভাব এবং আহলে কিতাবের সঙ্গে দাওয়াতি আচরণের নীতিমালা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো ইসলামী দাওয়াতের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রদান করে।

২. ترجمة . (অনুবাদ)

আয়াত নং ৪৫: তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত করো এবং সালাত কার্যে করো। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।

আয়াত নং ৪৬: আহলে কিতাবের সঙ্গে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করো—তাদের মধ্যে যারা জুলুম করে তারা ছাড়।

আয়াত নং ৪৭: এভাবেই আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের অনেকেই এতে স্মান আনে।

৩. تفسير . (তাফসীর)

- **সালাতের সামাজিক প্রভাব:** সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বিরত রাখে।
- **দাওয়াতের শিষ্টাচার:** বিতর্ক হবে নম্রতা, যুক্তি ও সৌজন্যের সঙ্গে।
- **কুরআনের সত্যতা:** আহলে কিতাবের অনেক আলেম কুরআনের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

৪. خاتمة . (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো শিক্ষা দেয়—কুরআন ও সালাত মুমিনের চরিত্র গঠনের মূল মাধ্যম। দাওয়াত হতে হবে প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্যের সঙ্গে।

الروم (সূরা আর রম)

প্রশ্ন-১০: আয়াত নং ১-৬

الْمَ ؓ عَلِبَتِ الرُّومُ ؓ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ؓ
..... لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدُهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

১. (ভূমিকা)

এই আয়াতগুলো কুরআনের অন্যতম বড় গায়েবি ভবিষ্যদ্বাণী বহন করে। রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা এমন এক সংবাদ দিয়েছেন, যা তখনকার বাস্তবতায় অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। এর মাধ্যমে কুরআনের সত্যতা, আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা এবং মুমিনদের জন্য বিজয়ের সুসংবাদ স্পষ্ট হয়েছে।

২. ترجمة. (অনুবাদ)

আয়াত নং ১: আলিফ-লাম-মীম।

আয়াত নং ২: রোমানরা পরাজিত হয়েছে।

আয়াত নং ৩: নিকটবর্তী ভূখণ্ডে; অথচ তারা পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে।

আয়াত নং ৪: কয়েক বছরের মধ্যেই।

আয়াত নং ৫: এর আগে ও পরে সমস্ত কর্তৃত আল্লাহরই। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে—

আয়াত নং ৬: আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এটি আল্লাহর প্রতিশ্রূতি; আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রূতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

৩. تفسير. (তাফসীর)

- **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:** রোমান (খ্রিস্টান) সাম্রাজ্য পারস্যের কাছে ভয়াবহভাবে পরাজিত হয়েছিল। মুশরিকরা এতে আনন্দিত হয়, মুমিনরা কষ্ট পায়।
- **গায়েবি ভবিষ্যদ্বাণী:** “سَيَغْلِبُونَ”
—৩ থেকে ৯ বছরের মধ্যে বিজয়ের ঘোষণা। ইতিহাসে তা হ্রব্দ সত্য প্রমাণিত হয়।

- **মুমিনদের আনন্দ:** রোমানরা আহলে কিতাব হওয়ায় তাদের বিজয় মুমিনদের জন্য মানসিক বিজয় ছিল।
- **আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব:** যুদ্ধ, পরাজয় ও বিজয়—সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন।
- **কুরআনের মুঁজিয়া:** এ আয়াত কুরআনের অলৌকিকতার স্পষ্ট প্রমাণ।

৪. خاتمة . (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো শিক্ষা দেয়—আল্লাহর প্রতিক্রিতি অবশ্যভাবী। পরিস্থিতি যতই অসম্ভব মনে হোক, আল্লাহ চাইলে মুহূর্তেই পরিবর্তন করে দিতে পারেন।

প্রশ্ন-১১: আয়াত নং ১৭-২১

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلِهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾

১. مقدمة . (ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা তাসবীহ, হামদ এবং সৃষ্টিজগতের নির্দর্শনের মাধ্যমে তাওহীদের দলিল পেশ করেছেন। একই সঙ্গে মানব সৃষ্টির রহস্য ও দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. ترجمة . (অনুবাদ)

আয়াত নং ১৭: অতএব তোমরা সন্ধ্যায় ও সকালে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো।

আয়াত নং ১৮: আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই—দিনের শেষে ও দুপুরে।

আয়াত নং ১৯: তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন; আর ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদের পুনরুত্থান ঘটানো হবে।

আয়াত নং ২০: তাঁর নির্দর্শনের মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা মানুষ হয়ে ছাড়িয়ে পড়েছ।

আয়াত নং ২১: আর তাঁর নির্দর্শনের মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য জীবনসঙ্গনী সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও, এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন।

৩. تفسیر . (তাফসীর)

- ইবাদতের সময়সূচি: সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর স্মরণ মুমিনের জীবনের কেন্দ্র।
- পুনরুত্থানের প্রমাণ: মৃত ভূমির পুনর্জীবন কিয়ামতের দলিল।
- মানব সৃষ্টির নির্দেশন: মাটি থেকে মানুষ—আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়।
- বিবাহের উদ্দেশ্য: কেবল ভোগ নয়; বরং সাকীনা, মাওয়াদ্দা ও রহমান।
- পরিবার ইসলামের ভিত্তি: সুস্থ পরিবার মানেই সুস্থ সমাজ।

৪. خاتمة . (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো শিক্ষা দেয়—আল্লাহর নির্দেশন সর্বত্র বিদ্যমান। বিবাহ ও পরিবারব্যবস্থা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

প্রশ্ন-১২: আয়াত নং ৫৪-৬০

وَيَوْمَ تُقْوَمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ... فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

১. مقدمة . (ভূমিকা)

এই আয়াতগুলোতে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র, অপরাধীদের বিভাসি এবং মুমিনদের জন্য ধৈর্যের নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। এতে মানব জীবনের পরিণতির বাস্তবতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২. ترجمة . (অনুবাদ)

আয়াত নং ৫৪: যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, অপরাধীরা শপথ করে বলবে—আমরা অল্প সময়ই অবস্থান করেছি।

আয়াত নং ৫৫: কিন্তু জগন ও ঈমানপ্রাণীরা বলবে—তোমরা আল্লাহর লিখিত অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ।

আয়াত নং ৫৬: আজ অত্যাচারীদের কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না।

আয়াত নং ৫৭: আমি মানুষের জন্য কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি।

আয়াত নং ৫৮-৬০: অতএব ভূমি ধৈর্য ধারণ করো—নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; অবিশ্বাসীরা যেন তোমাকে বিচলিত না করে।

৩. تفسیر . (তাফসীর)

- **অপরাধীদের আত্মপ্রবর্খনা:** দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করবে, কিন্তু তখন আর লাভ হবে না।
- **জ্ঞানীদের বক্তব্য:** ঈমান মানুষকে বাস্তব উপলক্ষ্মি দেয়।
- **ওজর অগ্রহণযোগ্য:** কিয়ামতে আমলই একমাত্র মানদণ্ড।
- **রাসূল ﷺ-কে সাঙ্গনা:** দাওয়াতের পথে ধৈর্য অপরিহার্য।

৪. خاتمة (উপসংহার)

এই আয়াতগুলো শিক্ষা দেয়—কিয়ামত অবশ্যভাবী। ধৈর্য, ঈমান ও কুরআনের ওপর অবিচল থাকাই মুমিনের প্রকৃত দায়িত্ব।
